বিকেলের গোলাপ

দিলীপ চৌধুরি

ফাগুনের শেষেও যেন আগুন লেগেছে কুমাড়হাটিতে। সকাল থেকেই উত্তেজনা বেড়ে চলেছে চারদিকে। কেবল ঘুসঘুস ফুসফুস। 'একই আলোচনা'। শামসের চা খেতে খেতে না বলে পারলোনা-ফুলমনিকে বিমল চিঠি দিয়েছে বলে ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মারা ঠিক হয়নি। জাফর জানায়-ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে চা খেয়ে চলে যাও দিকিন। ফালতু ঝামেলায় আমার বিত্রিবাট্টা ডকে উঠলো বাপু।

আর অদূরে শশাঙ্ক কুণ্ডুর মুদিখানার চিত্রটা দেখুন। বিজয় এসেছে চা, পাউডার দুধ কিনতে। তিনদিন পর খুলেছে দোকানপাট। ও তলে যেতেই মাঝবয়সি দীননাথ পাড়ুই হাজির- আড়াইশো মুগজাল শশাঙ্কদা। ডাল মাপতে ব্যস্ত হল শশাঙ্ক। এরই ফাঁকে দীননাথের জিজ্ঞাসা-ওরা যে আবার সমজিতের ভেতরে গোলবৈঠক করেছে। গণ্ডগোল বাধলো বলে, বিরক্তির স্বরে শশাঙ্ক তেতে উঠে-অযথা বকবক না করে জিনিস নিয়ে চলে যাও।

কিন্তু বিকেল হতে না হতেই উত্তেজনার মাত্রা বেড়ে গেলো। হাটের লাগোয়া মধ্য চল্লিশ অনিলের কুঁড়ে। পল্লীসমিতির সম্পাদক। ইটভাটায় খাতা লেখে। মেয়ে বউ নিয়ে সংসার চালায়। পাড়ার ভালোমন্দে হামেশা জড়িয়ে থাকে। ক'দিন ধরে দু'পাড়ার হিন্দু মুসলমানের গোলমাল দূর করতে দু'সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছে। কোনো পক্ষই কার ভুল স্বীকার করছেনা। সেটাই অনিলের দুঃখ। গুজরাটের দাঙ্গার ঢেউ শেষ পর্যন্ত ওরগ্রামেই আছড়ে পড়লো? ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সকালের থমথমে অবস্থাটা সূর্য ডুবতেই যে দ্বিগুন হলো, সুযোগ খুঁজছিলো দু'তরফেই। সন্ধে হতে না হতেই চরম সংঘর্ষে পর্যবসিত হলো। লোহার রড, লাঠি, সড়কি, কাতান, দা নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্কুলের লাগোয়া স্কুল মাঠের মাঝেই কাজ ফেরতা অনিল এ দৃশ্যে হকচকিয়ে না গিয়ে মারমুখী জনতাকে থামাতে-এই তোরা কি করছিস-বলতে বলতে এগিয়ে গেলো।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সফল হলোনা। আচমকা পেছন থেকে একটা লোহার রডের আঘাতে ও 'মাগো' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

সবার মুখে এক কথা-অনিলদার লেগেছে। অনিল চাচার সারা গায়ে রক্ত।

স্তব্ধতায় ভরে উঠলো পুরো মাঠ। ওকে ধরাধরি করে মসজিদের বারান্দায় শুইয়ে দিলো।

ততক্ষণে অনিলের সর্বাঙ্গে রক্তে ভিজে গিয়ে যেন একটা ফুটন্ত লাল গোলাপের আকার ধারণ করেছে।

ওর বাড়ির সবাই তাকিয়ে রয়েছে ফেরার পথ চেয়ে।

না।

অনিল আর কোনোদিন বাড়ি ফিরবে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com